RAY: International Journal of Multidisciplinary Studies, E-ISSN: 2456-3064
Volume VII, No. 1 / April, 2022, pp. 44-50.

সংস্কৃত সাহিত্যে প্রসঙ্গে আন্তর্জালের গুরুত্ব

Yogmaya Roy
Assistant Professor,
Ranaghat College,
Ranaghat, Nadia, India.
yogmayaray@gmail.com

Structured Abstract:

সারসংক্ষেপ: সংস্কৃত হলো ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারণ। বৈদিক যুগ থেকে শ্রুতি হয়ে এসেছে গুরু শিষ্য পরম্পরায়। উপনিষদের গূঢ়তত্ত্ব গুরুর নিকট গ্রহণ ছাড়া অসম্ভব ছিলো। সম্যকরূপে পরিশীলিত এই ভাষা পরবর্তী সময়ে অনেক বিস্তার লাভ করেছে। বেদ, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র, লৌকিক সাহিত্য, মহাকাব্য, রূপক, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সাহিত্যের প্রভাব পরবর্তীতে বিভিন্ন সাহিত্যে, ধর্মীয় জীবনে, সমাজ জীবনে পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে গ্লাবালাইজেশনের যুগে মানবজাতির তার বুদ্ধিবলে সমস্ত দুনিয়াকে করায়ত্ত করেছে। এর অন্যতম মাধ্যম হলো আন্তর্জাল। এর মাধ্যমে অধিকাংশ তথ্য আমরা জানতে পারি নিজপরিসরে। বর্তমানে বিভিন্ন গ্রন্থসমূহ, পত্র পত্রিকা আমরা আন্তর্জালের মাধ্যমে সহজেই জানতে পারি। দুষ্প্রাপ্য পুস্তকও দেশ বিদেশ থেকে সংগ্রহ করা যায় অতি সহজেই। সংস্কৃত সাহিত্যে সম্পর্কিত তথ্য তো বটেই – আরো অনেক অ্যাপ পাওয়া যায়। যেমন- লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী, গণকাষ্টাধ্যায়ী প্রভৃতি। ধাতুরূপ, শব্দরূপ, ব্যাকরণ, শব্দকোষ প্রভৃতির ব্যবহারিক প্রয়োজন আন্তর্জালের মাধ্যমে সহজলভ্য হয়েছে। অতএব সংস্কৃত সাহিত্যে প্রসঙ্গে আন্তর্জাল অত্যন্ত পরিপূরক।

সাংকেতিক শব্দ: আন্তর্জাল, সংস্কৃত, শাস্ত্র, প্রযুক্তিবিদ্যা ।

প্রণালী (Methodology): গবেষণাপত্রটি তুলনামূলক এবং বর্ণনামূলকভাবে লিখিত হয়েছে। প্রাচীন এবং বর্তমান ধারণার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন গ্রন্থসমূহ ও ইন্টারনেট এর সাহায্যে বহু তথ্য সংগ্রহ পূর্বক পুঙ্খানুপুঙ্খ পঠনের দ্বারা রচিত হয়েছে।

প্রকল্প (Hypothesis):

- প্রাচীন সাহিত্য হয়েও সংস্কৃত কতোটা অর্বাচীন
- তথ্যপূর্ণের নজিরে ইন্টারনেটের সাথে আদৌ প্রাসঙ্গিকতা আছে কিনা
- একটি ভাষা বহুবর্ষ ধরে কিভাবে সমৃদ্ধ করে এসেছে সমগ্র জাতিকে সমাজের দর্পণ হয়ে
- সংস্কৃত সাহিত্য বর্তমানে দৈনন্দিন জীবনে ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিনা

ভূমিকা

একবিংশ শতাব্দীতে সমগ্র মানুষ প্রগতিশীলতার হাতছানিতে প্রবহমান । বিশ্বকে নিজের অধীনস্থ করেছে। এই অসম্ভবের সম্ভব সূচিত হয়েছে আন্তর্জালের মাধ্যমে। আন্তর্জাল এখন সাইবার বিশ্বের অক্সিজেন স্বরূপ। অনুমান করা যায় যে, বর্তমানে আন্তর্জালের গতি প্রতি সেকেন্ডে ৩২ টেরাবাইট। বিপুল সংখ্যক তথ্যের সমাবেশ এখানে। অন্যান্য অনেক তথ্যের পাশাপাশি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যগুলির বহুল সংরক্ষণ আছে আন্তর্জালে। তবে এটি একটি বিস্ময় এর বিষয় যে, আন্তর্জাল তৈরি হওয়ার আগে একমাত্র ভারতবর্ষ যেখানে সাহিত্যের মধ্যে আন্তর্জালের মতো সমস্ত রকম তথ্য পাওয়া যেত। এ বিষয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের অগ্রণী ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বিষয়বস্তু

সংস্কৃত সাহিত্য ভারতীয় সংস্কৃতির একটা বাঙময় প্রকাশ। যে পূর্ণতার মধ্যে ভারত সভ্যতা সমস্ত খণ্ডতার সুষমা এবং সমস্ত বিরোধের তারই পরিচয় বহন করে। মাটির নীচে গাছের মূল বাইরে থেকে দেখতে না পেলেও তার অস্তিত্বকে যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি আমাদের বিভিন্ন ভাষার উন্মেষ ও বিকাশের ক্ষেত্রমূল সংস্কৃতে নিহিত আছে। ভারতভূমিতে

এটি দেবভাষারূপে পরিচিত। এটা অবশ্যই বলা যেতে পারে যে, সমস্ত রকমের বিদ্যার (জ্ঞান – বিজ্ঞান) সূচক ; সত্য – শিব – সুন্দরের অমোঘ বার্তা পাই এখানে আমরা। তাই শুধুমাত্র জ্ঞান নয়, জ্ঞানার্জনের পথ প্রদর্শন করে এই ভাষা। এমন কোনো বিষয় নেই যে এই সাহিত্যে ব্যক্ত হয়নি। এর ব্যাপ্তি বহুধা। বেদ, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র, লৌকিক সাহিত্য, মহাকাব্য, রূপক, রামায়ণ, মহাভারত, আয়ুর্বেদ, জ্যোতিশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, ব্যাকরণশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি ক্ষেত্রে সংস্কৃত সাহিত্যের অবাধ বিচরণ। বেদ হলো ভারতীয় ঐতিহ্য সংস্কৃতির আত্মা। এটি সমস্ত রকমের জ্ঞানের সংগ্রহকক্ষ যা সুস্বাস্থ্য ও চিন্তামুক্ত জীবনের সহায়ক। সমগ্র মানবজাতির সার্বিক বিকাশ ও মূল্যবোধের জন্যে বর্তমানে এর ব্যাখ্যা অতুলনীয়। চতুর্বেদ(ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ) এবং উপবেদ(আয়ুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ, ধনুর্বেদ, স্থাপত্যবেদ) সংস্কৃত সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। লৌকিক সাহিত্যের বিবিধ ধারা আর বিদগ্ধ কবিগণের কাব্য বিপুল সংখ্যক তথ্যের সমাবেশ ঘটায়। মহাকবি বাল্মীকি, বেদব্যাস অশ্বঘোষ, ভাস, কালিদাস, মাঘ, ভারবি, ভতৃহরি, দণ্ডী, পাণিনি, ভরত, বিশ্বনাথ, মম্মট, ক্ষেমেন্দ্র, আনন্দবর্ধন, জগন্নাথ, জয়দেব এবং আধুনিক কবিগণ তাঁদের কাব্যে ও শাস্ত্র গুলি দৈনন্দিন জীবনে অন্যমাত্রা বহন করে।

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আলোচনায় যথাযথ গুরুত্ব দেননি। তাঁদের মতে সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতিতে প্রাচীন ভারতের অবদান থাকলেও বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় অগ্রগণ্য নয় – তাদের যুক্তি হলো – ভারতীয় জীবনদর্শনে অধ্যাত্মচিন্তার অত্যধিক গৌরব এবং ঐহিক ও ব্যবহারিক জীবনের প্রতি অত্যধিক ঔদার্যবোধ বাস্তববিমুখ করেছিলো। কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করলে দেখা যাবে ভারতীয় বিজ্ঞানমনস্কতা, বিজ্ঞানচেতনা, বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারায় প্রাচীন আচার্যদের অবদান

অপরিসীম। এ যুগের সাথে প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিশাস্ত্রের শাখাগুলি উল্লেখযোগ্য – আয়ুর্বেদ বা চিকিৎসাশাস্ত্র (Medical Science), জ্যোতির্বিদ্যা (Astronomy), ফলিত জ্যোতিষ (Astrology), গণিতবিদ্যা (Mathematics), কিমিয়াবিদ্যা (Alchemy), রসায়নবিদ্যা (Chemistry), ধাতুবিদ্যা (Metallurgy), সুরাপাতনবিদ্যা (Distillation of Liquor), রত্নবিদ্যা (Science of gems), প্রাণিবিদ্যা (Zoology), ভূগোল (Geography), পক্ষিবিজ্ঞান (Ornithology), কৃষিও উদ্ভিদবিদ্যা (Agriculture and Horticulture), যুদ্ধবিদ্যা ও ধনুরবিদ্যা (Military and Archery), সঙ্গীতবিদ্যা (Musicology : Vocal, Instrumental and Dance), শিল্প ও স্থাপত্যবিদ্যা (Art and Architecture), মৃগয়া ও ক্রীড়াবিদ্যা (Sports and Games), প্রযুক্তিবিদ্যা (Technology), গন্ধ ও প্রসাধন (Cosmetic and Aromatic), পাকশাস্ত্র (Cookery) ।

নব জাগরণ উৎসভূমি ইউরোপ থেকে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার সূত্রগুলি পাওয়ার জন্যে অনেকেই ঐ দেশকে গণিতের আবিষ্কারক মনে করলেও আধুনিক গবেষণার দ্বারা নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ হয়েছে যে, ভারত ও গ্রিস থেকেই গণিতের জ্ঞান পেয়েছিলেন সকলে। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের আগে থেকেই ভারতীয় গণিত শূন্যসূচক সংখ্যার ব্যবহার করতেন। প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতির কারণেই গণিতের প্রয়োজন হয়েছিল বলে মনে করা হয়। ঋগ্বেদের সময় থেকেই দশ এবং দশের গুণিতকে বিভিন্ন সংখ্যার উল্লেখ পাওয়া যায় (ঋগ্বেদ সংহিতা – ১/১৫/8; ১০, ৮/১/৯, ৮/২/৩২)। উনিশ শতকে যেমন শিল্প বিপ্লবের পর ব্যবহারিক বিজ্ঞান তথা প্রযুক্তিবিদ্যার অকল্পনীয় উন্নতি ঘটে তেমনই প্রাচীন ও মধ্যযুগে যন্ত্রবিদ্যার চর্চা হতো। ভোজ প্রণীত ‘ সমরাঙ্গন সূত্রধার’ (খ্রী. ১১শ শতক), ‘যন্ত্রশাস্ত্র’, ‘সূর্যসিধান্ত’ প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে যন্ত্রনির্মাণের কলা কৌশল সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। সংস্কৃত পুরাণগুলি ভারতীয় সাহিত্য-শিল্প –

সংস্কৃতির আকরগ্রন্থ। শিল্পশাস্ত্রের বিষয় গুলো হলো – চিত্রকলা (Painting), মূর্তিশিল্প (Iconography), বাস্তুবিদ্যা (Civil Engineering), ভাস্কর্য (Sculpture) ও স্থাপত্য (Architecture)।

বাস্তবসম্মতভাবেই বোঝা যায় যে, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব শব্দভাণ্ডার, লিপি, প্রভৃতিতে সংস্কৃত দক্ষ মাধ্যম। এখন গবেষণামূলক পঠন পাঠনে বিভিন্ন ভাষা ও লিপি কম্পিউটারের প্রোগামিং এ থাকে। সেখানে দেবনাগরী লিপি সহজেই যুক্ত হয়েছে। বর্তমানে এটি বিজ্ঞানসম্মত ভাষারূপে সমাদৃত। পূর্বে সংস্কৃত গুরুগৃহে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় অধ্যয়ন হতো। এক কথায় এটি গুরুমুখী বিদ্যা ছিলো। কিন্তু বর্তমানে কম্পিউটার আর আন্তর্জালের দৌলতে সার্বজনীন হয়ে উঠেছে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কম্পিউটারের মতো প্রযুক্তির প্রয়োগ করে সংস্কৃত ব্যাকরণ, বাস্তুবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় সাধারণ শ্রেণিকক্ষে কিংবা ব্যক্তিগতভাবে পাঠগ্রহণ সম্ভব হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যের বিপুল সম্ভার এখন আন্তর্জালে।এর জন্যে দুরের কোনো গ্রন্থাগারের প্রয়োজন হয় না। দুষ্প্রাপ্য পুস্তকও দেশ বিদেশ থেকে সংগ্রহ করা যায় অতি সহজেই। তথ্যপূর্ণ অনেক অ্যাপ (Application) পাওয়া যায়। যেমন – সিদ্ধান্তকৌমুদী, গণকাষ্টাধ্যায়ী, অমরকোষ, ধাতুরূপ মালা, সুবন্তশিক্ষা, সংস্কৃত স্বয়ং শিক্ষা, সংস্কৃত অভিধান প্রভৃতি। বিশ্বের কিছু পরিচিত গবেষণা মূলক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ওয়েবসাইট আছে, যেগুলো বিভিন্ন তথ্য ও সফটওয়্যার এ পরিপূরক। প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো – ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল সেন্টার ফর আর্টস – নিউ দিল্লী, সংস্কৃত রাষ্ট্রীয় সংস্থান – নিউ দিল্লী, সেন্টার ইনস্টিটিউট অফ হাইয়ার তিবেতান স্টাডিজ – সার্নাথ, বিপাশা রিসার্চ সেন্টার – মহারাষ্ট্র, ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট- পুনে, মুগ্ধবোধ সোসাইটি – বোম্বাই, এশিয়াটিক সোসাইটি – কোলকাতা, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ – কোলকাতা, এছাড়া দেশের ও বিদেশের বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব

ওয়েবসাইট। আর্কাইভ থেকে আমরা সংগ্রহ করি আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্য। বিরল তান্ত্রিক গ্রন্থসমূহ মুগ্ধবোধ সোসাইটি'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। ২১৭ টি পালি গ্রন্থ পাওয়া যায় বিপাশা রিসার্চ ইনস্টিটিউট এ। বিদেশী গবেষকরা এ ব্যাপারে সরাসরিভাবে এই সুবিধা ভোগ করে থাকেন। এমনকি নাসা তেও সংস্কৃত ভাষার কৌশল গবেষণা লব্ধ হচ্ছে। উপযুক্ত শব্দ প্রয়োগ করে নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে অন্বেষণ করলেই উপযুক্ত তথ্য পাওয়া যায়। ভারতের চিরন্তন ঐতিহ্য তথা পুঁথি সংরক্ষণ করা হয়েছে ডিজিটাল সিস্টেমে। এর ফলে সাধারণ মানুষ বা বহু গবেষক এই পুঁথি দেখতে পড়তে পারেন ইন্টারনেটে, কম্পিউটারের সিডিতে বা অন্যান্য প্রযুক্তিতে।

সিদ্ধান্ত

মানুষের জ্ঞানের পরিধি যেমন অসীম, জ্ঞানের বিষয় তেমনই অনন্ত। একেই বলা হয় ' Universe of knowledge' এবং universe of subjects' । সংস্কৃত সাহিত্য সেই জ্ঞানের প্রকৃত আধার। অতএব সংস্কৃত সাহিত্য প্রসঙ্গে আন্তর্জাল বা ইন্টারনেট অত্যন্ত পরিপূরক। ইন্টারনেটের মতো এখানেও বিপুল সংখ্যক তথ্যের সমাবেশ। প্রাচীনকালে আর্যাবর্তের রাজকার্য এই সংস্কৃত ভাষাতেই সম্পন্ন হতো। সংস্কৃতের সাথে কম্পিউটার বা আন্তর্জালের নিবিড় সম্পর্কের জন্য শিক্ষক, গবেষক, সাধারণ মানুষ খুবই উপকৃত ও সমৃদ্ধ। আন্তর্জালময় আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কৃতের পরিসরকে আরো উদাত্ত করা মানেই আমাদের ঐতিহ্যকে, মূল্যবোধকে বাঁচিয়ে রাখা।

গ্রন্থপঞ্জি

চৌধুরী, সত্যজিৎ এবং সরকার, বিজলি. (২০০৬). *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সমগ্র.* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ. (২০০৮). *বঙ্গীয় শব্দকোষ (১ম এবং২য় খণ্ড).* কলকাতা: সাহিত্য একাদেমি ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ. (২০১০). *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস.* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, উদয়চন্দ্র এবং অনীতা. (২০০৪). *প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত সাহিত্য.* কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো ।

ভট্টাচার্য, বিমানচন্দ্র. (২০১০). *সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা.* কলকাতা: বুক ওয়ার্ল্ড ।

ভট্টাচার্য, গুরুনাথ বিদ্যানিধি. (১৪১৭). বঙ্গাব্দ. *অমরকোষ.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার ।

ভট্টাচার্য, শ্রী পরেশচন্দ্র. (২০০৯). *ভাষাবিদ্যা পরিচয়.* কলকাতা: গিরি প্রিন্ট সার্ভিস ।

শাস্ত্রী, গৌরীনাথ. (২০১২). *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার.* কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন ।

Aiyar, T. K. Ramachandra. (1989). *A Short History of Sanskrit Literature*. Palghat: R. S. Vadhyar & Sons.

Apte, Vamana Shiva Ram. (2010). *The Students Sanskrit English Dictionary*. New Delhi: MLBD.

Dasgupta, S. N. & De, S. K. (1977) . *A History of Sanskrit Literature*. Kolkata: University of Calcutta.

De, S. K. (1923). History of Sanskrit Literature, Vol. I. Calcutta: University of Calcutta.

Ganesh, Shatavadhani R. and Ravikumar, Hari. (2015). *Bodies of Knowledge in Hinduism*. India Facts.

Kale, M. R. (2011). *A Higher Sanskrit Grammar*. Delhi: MLBD.

Kejtu, Markandey. (2009). *Sanskrit as a language of Science*.

Winterniz, M. (1962). *A History of Indian Literature.* Trans. Mrs. ‘s. Ketkar. Vol, I PT. I. Calcutta: University of Calcutta.